বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে

পাঁচ মাস ধরে উপাচার্য নেই : অস্থিরতা প্রশাসনে

সংবাদ : মানবেন্দ্র বটব্যাল, বরিশাল

| ঢাকা , সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) দীর্ঘ সাড়ে ৫ মাস ধরে ভিসির পদশূন্য থাকায় এখন চরম অস্থিরতা আর কোন্দল দেখা দিয়েছে শিক্ষক, কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে। শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি পূরণ না হওয়ায় হতাশ। ভিসির রুটিন দায়িত্বে থাকা ট্রেজারার এসব জটিলতা নিয়ন্ত্রণে আনতে অনেকটাই হিমশিম খাচ্ছেন। দীর্ঘ ৬ মাস ধরে একাডেমিক সভা, অর্থ কমিটির সভা ও সিন্ডিকেট সভা না হওয়ায় স্থবির হয়ে পড়েছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়। এদিকে ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও ভিসির রুটিন দায়িত্বে থাকা ট্রেজারার প্রফেসর ড. একেএম মাহবুব হাসানের বিরুদ্ধে প্রায় ১২ কোটি টাকার অতিরিক্ত বিল উত্তোলনের অভিযোগ ওঠে। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়টিতে অনতিবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ উপাচার্য নিয়োগ না দেয়া হলে যেকোন সময় অচল হয়ে যেতে পাপরে।

শিক্ষার্থীদের গত ২৬ মার্চ সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. এস এম ইমামুল হক ‘রাজাকারের বাচ্চা’ বলে অভিহিত করায় শিক্ষার্থীদের একটানা আন্দোলনের কারণে চলতি বছরের ২৭ মে দায়িত্ব

থেকে বিদায় নেন তৎকালীন ভিসি প্রফেসর ড. এসএম ইমামুল হক। ২৮ মে থেকে ভিসির পদশূন্য হয়ে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে। যদিও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২৬ মার্চ থেকে টানা ছাত্র আন্দোলনের চাপে গত ১১ এপ্রিল থেকে ২৬ মে পর্যন্ত টানা ৪৪ দিন তৎকালীন ভিসি ইমামুল হককে বাধ্যতামূলক ছুটি প্রদান করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভিসির রুটিন দায়িত্ব প্রদান করা হয় ট্রেজারার প্রফেসর ড. একেএম মাহবুব হাসানকে। কিন্তু গত সাড়ে ৫ মাসে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ব্যর্থ হয়ে পড়েন তিনি। যে কারণে একাডেমিক ও উন্নয়ন কার্যক্রম যেমন মুখ থুবড়ে পড়েছে, তেমনি শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মধ্যেও বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী ও অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. মুরশীদ আবেদীন বলেন, ভিসি না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে পড়েছে। ভেতরে ভেতরে বিরোধ জেঁকে বসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুব্রত কুমার বাহাদুরকে গত ২৪ সেপ্টেম্বর লাঞ্ছিত করেছেন কর্মকর্তা আতিকুর রহমান। লাঞ্ছনার শিকার সুব্রত রুটিন দায়িত্বে থাকা ভিসির কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। ভিসির দায়িত্বে থাকা ট্রেজারারের প্রশ্রয় পেয়ে কর্মকর্তা আতিক অনেককেই এভাবে নাজেহাল করছেন। আতিক টিএসসির দায়িত্বে ছিলেন। অথচ কোন আদেশ ছাড়াই তাকে অর্থ দফতরে বসানো হয়েছে। ট্রেজারারের ইশারায় আতিকুর রহমান পছন্দের

লোকদের কেবল বিল দিচ্ছেন। অনেকেরই বিল আটকে দিচ্ছেন তিনি। ফাইলও ফেরত পাঠাচ্ছেন নিয়ম বহির্ভূত।

নির্বাহী প্রকৌশলী মুরশীদ আবেদীন বলেন, ট্রেজারার প্রফেসর ড. একেএম মাহবুব হাসান রুটিন দায়িত্ব পালন করছেন ভিসির। অথচ ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও তিনি অনিয়ম করে ১০ থেকে ১২ কোটি টাকার বিল উত্তোলন করেছেন। যেমন কম্পিউটার, প্রজেক্টর ক্রয় বাবদ ৭০ লাখ টাকার বিল করেছেন। রুটিন দায়িত্বে থেকে ড. মাহবুব হাসান কোনভাবেই এমনটা পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আবুল বাশারের মেয়াদ ৩০ জুন শেষ হয়েছে। অথচ এখনও মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়াই বহাল তবিয়তে রয়েছেন প্রকল্প পরিচালক আবুল বাশার। এমন মারাত্মক অনিয়ম ট্রেজারার দেখেছেন না। ফলে উন্নয়ন থমকে রয়েছে। কর্মকর্তাদের এই নেতা বলেন, সম্প্রতি ক্যাম্পাসের দেয়ালে দেয়ালে দেয়ালে কর্মকর্তা-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ন্যাক্কারজনক মন্তব্য করে লেখা হয়েছে।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অর্থ) ও বিশ^বিদ্যালয়ের অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অভিযুক্ত আতিকুর রহমান বলেন, অর্থ শাখায় একটি চিঠি নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছে সুব্রতের সঙ্গে। এ নিয়ে আমিও লিখিত অভিযোগ দিয়েছি তার বিরুদ্ধে। এর আগেও জীবননাশের হুমকি দেয়ায় আমি জিডি করেছিলাম। তিনি বলেন, অনেকের বিল না

ছাড়ার কারণ আছে। অনেকটাই ভুয়া বিল। বিশেষ করে নির্বাহী প্রকৌশলী মুর্শিদ আবেদিন অনেক ভুয়া বিল করেছেন। তিনি বলেন, কিছু বিল ছাড়া হচ্ছে, তবে তা বিতর্কিত বিল নয়। তিনি মনে করেন, পুর্ণাঙ্গ দায়িত্বের ভিসি থাকলে এমন জটিলতা ও অস্থিরতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকত না।

এদিকে শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙে পড়ায় শিক্ষকদের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সহকারী অধ্যাপক আবু জাফর মিয়া বলেন, পুর্ণাঙ্গ ভিসি না থাকায় বিশ^বিদ্যালয়ের একাডেমিক, অর্থ ও সিন্ডিকেট সভা হয় না দীর্ঘ মাস ধরে। এর ফলে সিলেবাস, ফলাফল কার্যত অনুমোদন দেয়া যাচ্ছে না। খন্ডকালীন শিক্ষকও নিয়োগ হচ্ছে না। অনেকটা জোড়াতালি দিয়ে কাজ চলছে। এর ফলে উন্নয়ন থমকে আছে। বিল হচ্ছে না। প্লানিংও হচ্ছে না। সর্বোপরি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিশন-মিশন অচল হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চেইন অব কমান্ড এমনভাবে নাজুক হয়ে পড়েছে যে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসের দেয়ালে বাজে মন্তব্য করা হচ্ছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন স্থবিরতা কাটিয়ে তুলতে অতি দ্রুত একজন পুর্ণাঙ্গ ভিসি নিয়োগের দাবি তুলেছেন।

এ ব্যাপারে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির রুটিন দায়িত্বে থাকা ট্রেজারার প্রফেসর ড. একেএম মাহবুব হাসান বলেন, একজন কর্মকর্তার অভিযোগ পেয়েছেন তিনি। পাল্টা অভিযোগও দেয়া হয়েছে। কর্মকর্তাদের মধ্যে এমন বিরোধ

তিনি সংবাদমাধ্যমে না লেখারও অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, বিল দেয়ার বিষয়ে নানা বাধ্যবাধকতা ও আইন আছে। যেসব বিল দেয়া হচ্ছে তা নিয়ম অনুযায়ী। প্রকল্প পরিচালকের মেয়াদ প্রসঙ্গে তিনি কোন মন্তব্য করেননি। তিনি বলেন, পূর্ণাঙ্গ ভিসি দেয়ার বিষয় সরকারের। তবে তার রুটিন দায়িত্ব পালনে কোন সমস্যা নেই।